তারিখ ... 29 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

শিবগঞ্জে অর্ধশতাধিক কোচিং সেন্টার!

আব্দুল মজিদ, শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা উপেক্ষা করে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা অবাধে চালিয়ে যাচ্ছেন প্রাইভেট ও কোচিং বাণিজ্য। কাকডাকা ভোরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের প্রাইভেট হোম ও কোচিং সেন্টারের দরজার কড়া নাড়ে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ডাকে ঘুম ভাঙে শিক্ষকদের। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বেসরকারি কলেজের ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষকরা ঠিকমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না থাকলেও কোচিং সেন্টারে উপস্থিত থাকে যথানিয়মে। বিদ্যালয় চলাকালিন কোচিং সেন্টারগুলোতে দেখামিলে ওসব শিক্ষকদের। শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে অমনোযোগিতা এবং নিজ শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে নানারকম কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করছে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে। তবে বেসরকারি শিক্ষকদের অবস্থা আরো খারাপ। শিবগঞ্জ পৌর এলাকায় অর্ধশতাধিক কোচিং সেন্টার রয়েছে। এসব কোচিং সেন্টারগুলোর মালিক হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা। সূত্র জানায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাসা বাড়ি ও কোচিং সেন্টারে মডেল টেস্টের নামে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের কাছে বাধ্য করেই মাসিক পাঁচশ থেকে এক হাজার টাকা করে নেয়া হচ্ছে। অনেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত প্রাইভেট পড়িয়ে দূর-দূরান্তের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজে গিয়ে শুধু হাজিরা দিয়ে বিভিন্ন কায়দায় বাড়ি ফিরে আসলেও দেখার মানুষ নেই বলে অসংখ্য অভিযোগ ওঠেছে। অনেকে শিবগঞ্জ শহরকে 'প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টারের শহর' বলে আখ্যায়িত করছে। রেজাউল করিম নামে এক অভিভাবক জানান, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা প্রভাব খাটিয়ে বছরের পর বছর ধরে একই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করা, বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মনিটরিংয়ের অভাবেই প্রাইভেট ও কোচিং ব্যবসা জমজমাট হয়ে ওঠেছে। ফলে অভিভাবকদের বাধ্য হয়েই কোচিং সেন্টারে ভর্তি করাতে হচ্ছে। সূত্র আরও জানায়, শিবগঞ্জ সরকারি মডেল হাই স্কুলের ইসলাম ধর্মের সহকারী শিক্ষক এমএ বাশির ডিলিজেন্স টিচিং হোম ও ডিলিজেন্স ইংলিশ একাডেমি নামে দুটি কোচিং সেন্টার পরিচালন করে থাকেন। শিবগঞ্জ বাজারে প্রবেশ করলেই এম এ বাশিরের দুটি প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড ও পোস্টারিং চোখে পড়ে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, তিনি সরকারি মডেল হাই স্কুলে ভর্তির প্রস্তুতি কোচিং, ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি বিষয়ে মাসিক প্রাইভেট কোচিং, ক্যাডেট কলেজ ভর্তি কোচিংসহ না বিষয়ে কোচিং করিয়ে থাকেন। এমএ বাশির শিবগঞ্জ শাখা (কাঁড়িপট্টি কচিকাঁচা স্কুলের পাশে) সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত এবং মনাকশা শাখায় (জনতা ব্যাংকের পাশে কাজেম হাজির চত্বর) বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কোচিং করান বলে জানা গেছে। তিনি ইসলাম ধর্ম বিষয়ের শিক্ষক হলেও প্রভাব খাটিয়ে শিবগঞ্জ মডেল সরকারি মডেল হাই স্কুলে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে দাপটের সাথে ক্লাস করান। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাও একই কায়দায় কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং করাতে পারবেন না। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে অন্য যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ জনের বেশি শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। তবে ১০ জন শিক্ষার্থীর তালিকা (রোল, শ্রেণী উল্লেখসহ) জানাতে হবে। নিজ বিদ্যালয়ের দুর্বল শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে অতিরিক্ত ক্লাসের প্রয়োজন হলে তা অভিভাবকদের অনুমতি সাপেক্ষে প্রধান শিক্ষক ব্যবস্থা করবে। এজন্য উপজেলা পর্যায়ে প্রতি বিষয়ে নিতে পারবে সর্বোচ্চ ১৫০ টাকা। তা আবার রশিদের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জানান, নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট ও কোচিং বন্ধে মনিটরিং কমিটি থাকলেও তারা ঠিকমতো মনিটরিং না করায় শিক্ষকরা কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থ নেয়া হবে।